COMPLIED AND CIRCULATED BY PROF. DR. RABINDRANATH MAITI
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

মহর্ষি কণ্বের চরিত্র

মহাকবি কালিদাসের চরিত্রাংকন প্রতিভাও অসাধারণ। তাঁর অংকিত প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে একক ও অদ্বিতীয়। ''অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'' নাটকে ঋষি চরিত্র তিনটি, – কোপন স্বভাব ঋষি দুর্বাসা, কুলপতি কণ্ব ও ভগবান মারীচ। এঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর এবং একে অপর থেকে পৃথক। মহর্ষি কণ্ব ঋষি হয়েও গৃহী, মানবোচিত সকল সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে তাঁর চরিত্র অত্যন্ত বাস্তবরূপে চিত্রিত হয়েছে। সংসার বিরাগী ঋষি হয়েও তিনি অনুকম্পাভরে এবং অশেষ করুণাবশতঃ মাতাপিতাকর্তৃক শিশু শকুন্তলাকে অসীম যত্নসহকারে অপত্যনির্বিশেষে লালপন পালন ও সংবর্ধন করেছিলেন। পালিতা কন্যা হলেও শকুন্তলার ভাবী বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্নহৃদয় মহর্ষি তার প্রতিকূল দৈবকে শান্ত করবার জন্য সোমতীর্থে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তপোবনে আগত অতিথির সৎকারের গুরুদায়িত্ব মহর্ষি তাঁর পালিতাকন্যা শকুন্তলার উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

নাট্যকার কালিদাস বেদবিৎ ত্রিকালদর্শী কণ্বকে আদর্শপিতার মূর্তিমান বিগ্রহরূপে অঙ্কন করেছেন। আজন্ম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েও পরিপালন হেতু তিনি শকুন্তলার পিতা। তপোপ্রভাবে জানতে পেরে শকুন্তলার ভবিষ্যৎ দুর্দৈব প্রশমনের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সুদূর সোমতীর্থে গিয়েছেন। অনূসয়ার বক্তব্য থেকে কন্যা শকুন্তলার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে মহর্ষি কণ্বের চিন্তাভাবনা জানা যায় –

''গুণবতে কন্যকা প্রতিপাদনীয়া ইতি অয়ং তাবৎ প্রথমঃ সংকল্পঃ।''

প্রবাস থেকে প্রত্যাগমন করে অগ্নিশরণ গৃহে ছন্দোময়ী ঋক বাণীতে কন্যা শকুন্তলার বিবাহ ও অন্তঃসত্ত্বার কথা জানামাত্রই শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর জন্য তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। ভারতীয় রীতি অনুসারে বিবাহিতা কন্যা ভবিষ্যত কল্যাণের নিমিত্ত পতিগৃহে যাবেন – ইহাই স্থিতি। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণের মাধ্যমে যথার্থ পিতার কর্তব্য পালন করেছেন।

পালকপিতা হলেও তিনি শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে যেরূপ বিহ্বল ও কাতর হয়ে পড়েছেন তা আপন কন্যার পতিগৃহযাত্রাকালে গৃহী পিতার শোক ও বেদনাকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি বলেছেন, শকুন্তলা আজ চলে যাবে–একথা

ভাবতেই তাঁর হৃদয় উৎকণ্ঠায় উদ্বেল, কণ্ঠ তাঁর বাষ্পবৃত্তিতে রুদ্ধ হয়ে আসছে, তপস্বী হয়েও পালিতা কন্যার বিরহে যদি তাঁর এরূপ দুরবস্থা হয়, তিনি বুঝতে পারছেন না আপনকন্যার বিদায়ে গৃহী পিতার কী দুর্দশাই না হয়। লোকালয় থেকে বহুদূরে অরণ্যে বাস করেন তিনি, তথাপি লোকালয়ের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব-আনন্দের ধারা সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ নন, তাই তিনি বলেন, – ''বনৌকসোঽপি সন্তোলৌকিকতা বয়ম্।''

সোমতীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মহর্ষি যখন দৈববাণীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে তাঁর কন্যা শকুন্তলা রাজা দুষন্তের সঙ্গে গান্ধর্ববিধিমতে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে সন্তানসম্ভবা, তখন তিনি সানন্দে তাদের সে বিবাহ অনুমোদন করে কেবল উদারহৃদয়ের পরিচয় দেননি, সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লোকচরিত্র জ্ঞানেরও প্রমাণ দিয়েছেন। কেননা, তিনি জানেন যে, বিবাহিতা কন্যা দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বসবাস করলে লোকে কুৎসা রটনা করে। শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রার দৃশ্যে মহর্ষি কণ্বের চরিত্রের যে পরিচয় পাই, তাতে আমরা মহর্ষিকে আমাদেরই সমাজের অন্তর্ভুক্ত একজন অপরিসীম স্নেহপ্রবণ কর্তব্যপরায়ণ পিতা ভিন্ন আর কিছুই মনে করতে পারিনা। শকুন্তলার বিদায়ের প্রাক্কালে মহর্ষি সাধারণ পিতৃসুলভ দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

আদর্শবাদের মূর্ত প্রতীক মহর্ষি কণ্বঃ – সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শবাদ কণ্ব চরিত্রের অহংকার ও অলংকার। নাট্যকার কালিদাস সাফল্যের সঙ্গে কণ্ব চরিত্রে পিতৃত্বের উপর আদর্শবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্নেহশীল পিতা হয়েও মহর্ষি কণ্ব যখন দেখলেন যে শকুন্তলা আশ্রম বিধি লঙ্ঘন করে সংযমের তপোনকে প্রেমের উপবনে পরিণত করেছেন, তখন কোরোরকম দ্বিধা না রেখে মহর্ষি কণ্ব তার আদর্শবাদকে আঁকড়ে ধরেছেন। কাল বিলম্ব না করে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে পিতার কর্তব্য পালন করলেও পরোক্ষভাবে শকুন্তলার সিদ্ধান্তকে অপরাধ হিসেবেই গণ্য করেছেন। তাই 'ইমে অপি প্রদয়ে' – এই যুক্তি দেখিয়ে অনূসয়া প্রিয়ংবদাকে শকুন্তলার সাথে হস্তিনাপুরে যেতে দেন নি।

মহর্ষি কণ্ব ভালো করেই জানতেন যে গার্হস্থ্য আশ্রমের সুফল হিসেবে শকুন্তলার জন্ম হয়নি, শকুন্তলার জন্ম হয়েছে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ব্রতভঙ্গে। তাই রূপোপজীবনী অপ্সরা মেনকার কন্যা শকুন্তলা কখনো না কখনো আশ্রম বিধি লঙ্ঘন করতে পারেন। এই আশঙ্কা মহর্ষি কণ্বের ছিলই।

শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্ব যে কতটা বিরূপ ছিলেন তার উক্তিতেই তো প্রমাণিত। হস্তিনাপুর থেকে পুনরায় শকুন্তলা আবার কখন আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন – শকুন্তলার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি কণ্বের উক্তির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে স্নেহের দুর্বলতার কাছে তিনি আদর্শবাদকে পরাজিত হতে দেবেন না।

সবশেষে উল্লেখযোগ্য, যা প্রথমেই বলা উচিত ছিল, মহর্ষি কণ্ব কুলপতি। দশ সহস্র ছাত্রের পালক ও অধ্যাপক ঋষি। তিনি আশ্রমের সর্বপ্রধান ঋষি।

‘‘মুনীনাং দশসাহস্রং
যো হন্নদানাদিপষাণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষি-
রসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ।।

কুলপতি হয়েও তিনি যে প্রকার বাৎসল্যের ও করুণরসের আধার এবং করুণাগুয়ুক্ত তা ঋষিকে নমস্য ও পূজার্হ করে তুলেছে।